EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MANILA, PHILIPPINES

# সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ফিলিপাইনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন

*সোমবার, ১৫ আগস্ট ২০২২*

বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় নানান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন করেছে ম্যানিলাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের ২য় পর্বের সূচনা হয়। অত:পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত এফ. এম. বোরহান উদ্দিনের নেতৃত্বে উপস্থিত সুধীবৃন্দ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন দূতাবাস কর্মকর্তাবৃন্দ।

দূতাবাসের কাউন্সেলর সায়মা রাজ্জাকীর সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং জাতির পিতার সংগ্রামমুখর জীবন, আদর্শ ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন। বক্তারা তাঁদের আলোচনায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অসামান্য আত্মত্যাগ-এর কথা গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করেননি, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে রেখে গেছেন অনন্য, অতুলনীয় অর্থনৈতিক দর্শন। সংক্ষিপ্ত শাসনকালে অর্থনীতির প্রতি খাতের জন্যই সুস্পষ্ট এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তিনি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অনন্য নেতৃত্বের কারনে শুধু বাংলাদেশের নয়, সারাবিশ্বের মানুষের কাছে অনুকরণীয় এক ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু

রাষ্ট্রদূত এফ. এম. বোরহান উদ্দিন তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডে শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক। তিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাংলার মানুষের ভেতর বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন বিধায় আজ বাংলাদেশ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, বাঙালিকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রদূত জাতির পিতার আত্মত্যাগের মহিমা ও আদর্শকে সকলের কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করার আহবান জানান এবং একই সাথে জাতির পিতার চেতনা ও

পৃষ্ঠা ০১

HERCO Center, 2nd Floor, 114 Benavidez Street, Legaspi Village, Makati City, the Philippines
PABX : (0063-2) 8175001/8175010 • Fax : (0063-2) 8164941/8569568
Email: bdemb.manila@gmail.com • Web: www.bangladeshembassymanila.org

দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। একই সাথে রাষ্ট্রদূত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়মিত রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার আহবান জানান।

আলোচনা শেষে জাতির পিতার গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু'-এর ফিলিপিনো ভাষায় অনুবাদকৃত সংস্করণ 'Bangabandhu: Nasa Puso Natin Magpakailaman' প্রদর্শিত হয়। পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট কালরাতে নিহত সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া পাঠ করা হয়।

(সায়মা রাজ্জাকী)
কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান